14 FEB 2017

শিক্ষা বোর্ড মডেল কলেজে বসন্তবরণ ও পিঠা উৎসব

■ লুৎফর রহমান, কুমিল্লা প্রতিনিধি

বাসন্তী শাড়ি পরে খোপায় গাঁদা ফুল আর কপালে লাল টিপ নিয়ে তরুণীরা আর হলুদ পাঞ্জাবি পরে ছেলেরা বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে। পয়লা ফাল্গুনের সকাল থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির অপরূপ রূপ ফুটে উঠেছে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড মডেল কলেজ ক্যাম্পাসে। গতকাল সোমবার কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড মডেল কলেজ ক্যাম্পাসের কলেজ মাঠের চিত্র এটি।

সকাল ৯টায় এ উৎসবের উদ্বোধন করেন কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আবদুল খালেক। নাচে আর গানে কলেজ ক্যাম্পাস মাতিয়ে রেখেছিল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। সাথে যোগ দিয়েছে কুমিল্লা সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ থিয়েটারসহ নগরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। তারা সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে অনুষ্ঠানস্থল উৎসবমুখর ও প্রাণচাঞ্চল্য করে তোলে। কলেজ অধ্যক্ষ ড. এ কে এম এমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. রুহুল আমিন ভূঁইয়া, সোনার বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম রেজা সৌরভ, র‍্যাব-১১ এর কমান্ডার মেজর মোস্তফা কায়জার প্রমুখ।

বসন্ত উৎসবের সাথে বাড়তি আয়োজন ছিল কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত রকমারি পিঠা মেলার। অতিথি ও দর্শনার্থীরা সুস্বাদু পিঠার স্টল ঘুরে দেখেন এবং পিঠা ক্রয় করেন। এসব পিঠার মধ্যে নকশি পিঠা, গোলাপী পিঠা, ঝুনঝুনি পিঠা, ঝুমকা, ডালপাতা, তারা, বেনি, মুগের শোলা পিঠা, জল লাউ পিঠা, চমচম পিঠা, সবজি পিঠা, বালি পিঠা, ত্রিভূজ পিঠা, ফুল পিঠার চাহিদা ছিল বেশি। পরে শিক্ষার্থীদের মাঝে র‍্যাফেল ড্র-এর পুরস্কার বিতরণ করেন কলেজ অধ্যক্ষ ড. এ কে এম এমদাদুল হক। দিনব্যাপী এ আয়োজন দেখে অতিথি ও শিক্ষার্থীরা মুগ্ধ হন।

পিঠা উৎসবে মেতেছে পবিপ্রবি

পবিপ্রবি (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা জানান,বসন্তের প্রথম দিনে পিঠা উৎসব করেছে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সোমবার সকাল ৯টায় কৃষি অনুষদের পঞ্চম সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন পবিপ্রবির প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ আলী। পিঠা উৎসবকে কেন্দ্র করে বর্ণিল গ্রামীণ সাজে সেজেছে বিভিন্ন স্টল। এসব স্টলে জামাই পুলি, রংধনু, ভাপা, খেজুর কাঁটাসহ প্রায় ৬০ ধরনের গ্রাম্য ঐতিহ্যের পিঠার সমাহার দেখা গেছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সরব পদচারণায় মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে পিঠা উৎসব।